দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 21 JAN 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

পাঠ্যপুস্তকে অনিয়ম অসঙ্গতি ছাপার ভুল, জোট আমলের মতোই ইতিহাস বিকৃতি

মোশতাক আহমেদ ॥ প্রাথমিক থেকে শুরু করে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক নিয়ে চলছে নানা অনিয়ম-অসঙ্গতি। সঠিক সময়ে বই না পৌঁছার অভিযোগের পাশাপাশি এবার বানান থেকে শুরু করে নানা ভুলে ভরা বই যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের হাতে। তা ছাড়া নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও সদ্য বিদায়ী বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সিদ্ধান্ত মতোই পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতি করে কোমলমতি শিশুদের বুকের ওপর বিকৃত ইতিহাসের জগদ্দল পাথর তুলে দেয়া হচ্ছে। অবশ্য দ্বিতীয়বারের মতো গঠিত বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের আগেই বই মুদ্রণ সংক্রান্ত কাজ শেষ হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. গাজী মোঃ আহসানুল কবীর জনকণ্ঠকে এসব অনিয়ম-অসঙ্গতির অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, পাঠ্যপুস্তক নিয়ে কোন অনিয়ম নেই, ঝামেলাও নেই। ভুল ছাপার অভিযোগও সঠিক নয়।

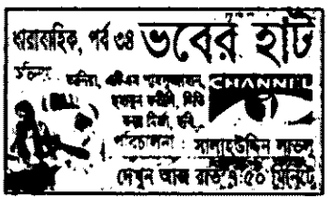

তবে পরে সংযোজনের কারণে এইডস বিষয়ক একটি প্রবন্ধ সঠিক জায়গায় ছাপা সম্ভব হয়নি। ইতিহাস বিকৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এখানে আমাদের কিছুই করার নেই। কারণ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের দলিল অনুযায়ী আমাদের কাজ করতে হয়েছে।

সূত্রমতে, এনসিটিবির তত্ত্বাবধানে চলতি মাসে প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীর হাতে পৌঁছে দেয়ার কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে বেশিরভাগ বই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে গেলেও এখনও অনেকে বই হাতে পায়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সূত্রমতে ২০০৭ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক ষষ্ঠ থেকে নবম স্তরের জন্য ৬৪টি বই সর্বমোট এক কোটি ৭০ লাখ ছাপা হয়ে বিতরণ কাজ চলছে।

কিন্তু দেখা গেছে মাধ্যমিকের অনেক বইয়ে ভুল ছাপা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের নবম শ্রেণীর 'মাধ্যমিক বাংলা সঙ্কলন' নামক অনেক বইয়ে ১৪৫ পৃষ্ঠার স্থলে ১১৫ পৃষ্ঠা ছাপা হয়েছে। এসব বইয়ে ওয়ালী উল্লাহ রচিত লাল সালু, মুনির চৌধুরী রচিত মাতৃভাষা ও আবদুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দিন রচিত খাদ্য ও পরিবেশ প্রবন্ধ নেই। আবার শওকত ওসমান রচিত দুই মুসাফির এবং আব্দুল হাই রচিত ধ্বনির ব্যবহার দু'বার করে ছাপা হয়েছে। তা ছাড়া নবম শ্রেণীর বইয়ে 'পাখি' বানান লেখা হয়েছে 'পাখী' হিসেবে। তা ছাড়া এইডস বিষয়ক একটি প্রবন্ধও ছাপা হয়েছে ভুল ভাবে। এসব ভুলে ভরা বই হাতে পেয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। অনেকে এই নিয়ে বেশ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এনসিটিবির তীব্র সমালোচনা করেছে।

এদিকে এসব ভুলের পাশাপাশি বিদায়ী জোট সরকারের মতোই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও সেই বিকৃত ইতিহাস কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ইতিহাস বিকৃতির প্রতিযোগিতায় নামে। পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতি করে কোমলমতি শিশুদের বুকের ওপর বিকৃত ইতিহাসের জগদ্দল পাথর তুলে দেয়ার পর মূল বইয়ের পাশাপাশি সহপাঠ্য ও সৃজনশীল বই নির্বাচনে

(৩ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

ধারাবাহিক, পর্ব ৩৪ ভবের হাট
CHANNEL i
দেখুন আজ রাত ৭:৫০ মিনিটে

পাঠ্যপুস্তকে অনিয়ম (১২-এর পাতার পর)

একের পর এক বিস্ময় ও চমক সৃষ্টি করে। একাত্তরের পর জোট সরকারই প্রথম পাঠ্যবইয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। পাল্টে ফেলা হয় কোমলমতি শিশু-কিশোরদের পাঠ্যবইয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানসহ বিভিন্ন স্পর্শকাতর বিষয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন বইয়ে সাবেক রাষ্ট্রপতি মরহুম জিয়াউর রহমানকে ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষক হিসাবে দেখানো হয়েছে। অথচ ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে ঘোষিত ও জারিকৃত এবং '৭২ সালের ২৩ মে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা আছে— 'যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান এবং...'। এই ঘোষণাপত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানে সন্নিবেশিত রয়েছে। বিগত '৯১ থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকাকালে বিএনপি সরকার স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে অন্তত পাঠ্যবইয়ে কোনরকম কাটাছেঁড়া করেনি। ২০০১ অক্টোবরে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ইতিহাস বিকৃতি শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রেও ইতিহাস বিকৃতি করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় এবারও বিকৃত ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপন করা হয়েছে।